(আমীরে আহলে সুন্নাত ﷺ এর লিখিত কিতাব
"গীবতের ধ্বংসলীল" থেকে নেয়া বিষয়বস্তুর সপ্তম অংশ)

মিষ্ট কথা

الله
مَنْ ضَحِكَ ضُحِكَ
অর্থাৎ যে কারো প্রতি
(উপহাস করে) হাসে, তার প্রতিও
(উপহাস করে) হাসানো হবে।
- আল মাউত -

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত,
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল
মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী ﷺ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এর বিষয়বস্তু **"গীবতের ধ্বংসলীলা"** এর ১৪৭-১৬৩ পৃষ্ঠা থেকে নেয়া হয়েছে

মিষ্ট কথা

আত্তারের দোয়া

হে **রাব্বে মুস্তফা**! যে ব্যক্তি **"মিষ্ট কথা"** পুস্তিকাটি পাঠ করে বা শুনে নিবে, তাকে মনকষ্ট, কটু ভাষা থেকে বাঁচিয়ে অন্তরে আনন্দ প্রদানকারী মিষ্ট ভাষা দান করো। আমিন

দরূদ শরীফের ফযীলত

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার প্রতি একশত বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, **আল্লাহ পাক** তার উভয় চোখের মাঝখানে লিখে দিবেন যে, এই ব্যক্তি নিফাক (কপটতা) এবং জাহান্নামের আগুন থেকে মুক্ত আর তাকে কিয়ামতের দিন শহীদদের সাথে রাখবেন। **(মু'জামু আওসাত, ৫/২৫২, হাদীস ২৭৩৫)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

আহ! আমি যদি বৃক্ষ হতাম!

হে আশিকানে রাসূল! আলিমে দ্বীনের শানে বেয়াদবি থেকে বেঁচে থাকা একান্ত অপরিহার্য। **আল্লাহ** না করুন, যদি এমন কোন ভূল হয়ে যায়, যার কারণে ঈমানহারা হতে হয়, তবে **আল্লাহর শপথ!** খুবই অপদস্ত হতে হবে যে, কিয়ামতের দিন কাফিরদের অধঃমুখে টেনে

হেঁচড়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, যেখানে তাদেরকে অনন্তকাল আযাব ভোগ করতে হবে, **আল্লাহ পাক** আমাদেরকে জিহবার ভূল ব্যবহার থেকেও রক্ষা করুন এবং আমাদের ঈমান হিফাযত করুন। আমীন। আমাদের সাহাবা কিরামগণ عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان, কবর ও আখিরাতের ব্যাপারে **আল্লাহ পাক**কে খুবই ভয় করতেন, ভয়ের প্রচন্ডতায় সে সকল মনীষীদের মুখ থেকে অনেক সময় এরূপ উক্তিও বের হতো: আহ! যদি আমাকে দুনিয়ায় মানুষরূপে প্রেরণ করা না হতো যে, মানুষ হয়ে দুনিয়ায় আসার কারণে এখন ঈমান সহকারে মৃত্যু, কবর ও কিয়ামতের পরীক্ষা ইত্যাদি কঠিন ধাপ সমূহের সম্মুখিন হতে হবে। একবার হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ **খোদাভীতি**তে আপ্লুত হয়ে বলেন: যদি তোমরা মৃত্যুর পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে জানতে পারতে, তবে তোমরা পছন্দনীয় পানাহার ছেড়ে দিতে, বিলাস বহুল বাড়িতে থাকতে না বরং নির্জনের চলে যেতে এবং সারা জীবন কান্নাকাটি করে অতিবাহিত করতে, অতঃপর বলতে লাগলেন: **আহ! যদি আমি বৃক্ষ হতাম, যা কেটে ফেলা হতো।**

(আয্যুদ লিল ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল, ১৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৪০)

মে বাজায়ে ইনসাঁ কে কোয়ি পো'দা হোতা ইয়া
নখল[১] বন কে তায়্যিবা কে বাগ মে খাড়া হোতা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৫৯)

১. খেজুরের গাছ, সাধারন গাছ।

আহ! যদি আমাকে জবাই করে দেয়া হতো

ইবনে আসাকির **'তারিখে দামেশক'** এর ৪৭তম খন্ডের **১৯৩** পৃষ্ঠায় হযরত সায়্যিদুনা আবু দারদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর এ উক্তি উদ্ধৃত করেন: আহ! আমি যদি দুম্বা হতাম, আমাকে কোন মেহমানের জন্য জবাই করে দেয়া হতো, আমাকে খেতো ও খাওয়ানো হতো।

জাঁ কানী[১] কি তকলীফেঁ যাবাহ সে হে বড় কর কাশ!
মুরগ বর কে তায়্যিবা মে যাবাহ হোগিয়া হোতা
মুরগ যারে[২] তায়্যিবা কা কাশ! হোতা পরওয়ানা
গিরদে শমআ পের পের কর কাশ! জল গিয়া হোতা
কাশ! খড়[৩] ইয়া খচ্চর ইয়া ঘোড়া বন কর আদতা অউর
আ'প নে ভি খুঁটে সে বান্দ কর রাখা হোতা

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১৬০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد
تُوۡبُوۡا اِلَی اللّٰہ! اَسۡتَغۡفِرُ اللّٰہ
صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আহ! আমার গুনাহ

হে আশিকানে রাসূল! ওলামায়ে কিরামের মর্যাদা উপলব্ধি করতে, তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের আগ্রহ সৃষ্টি করতে, গীবত করা ও শুনার অভ্যাস দূর করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায়

১. অন্তিম অবস্থা, মানুষের রূহ কবয হওয়ার সময়। ২. সবুজ শ্যামল। ৩. গাধা।

আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং সফল জীবন অতিবাহিত করা ও আখিরাতকে সজ্জিত করার জন্য মাদানী ইনআমাত অনুযায়ী আমল করে প্রতিদিন **ফিক্‌রে মদীনা**র মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে নিন। আশিকানে রাসূলের সঙ্গ লাভের একটি সর্বোত্তম উপায় হলো প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা। এতে কোরআনে করীম পড়ুন, যদি পড়ে থাকেন তবে অপরকে পড়ান। আপনাদের অনুপ্রেরণার জন্য আরয করছি, একজন ইসলামী ভাই গুনাহে ভরা বিভিন্ন কাজে লিপ্ত ছিলো। যার মধ্যে مَعَاذَ الله V.C.R. এর ক্যাসেট সাপ্লাই করা, রাতে বখাটে ছেলেদের সাথে ঘুরাফেরা করা, প্রতিদিন দু'টি বরং তিন তিনটি ফিল্ম দেখা, ভ্যারাইটি শোতে রাত কাটানো অন্তর্ভূক্ত ছিলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বাবুল মদীনা করাচীর নয়াবাদের এক ইসলামী ভাইয়ের ধারাবাহিক ইনফিরাদী কৌশিশের বরকতে এলাকার তার প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনায় যাওয়ার সুযোগ হলো এবং এভাবেই আশিকানে রাসূলের সহচর্য লাভ হলো এবং আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মাদানী কাজে রত হয়ে গেলো।

হামে আ'লিমোঁ অউর বুযুর্গোঁ কে আ'দাব সিখাতা হে হারদম সদা মাদানী মাহোল
হে ইসলামী ভাই সভি ভাই ভাই হে বেহদ মাহাব্বাত ভরা মাদানী মাহোল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৭ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

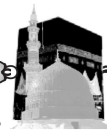

কোরআন শিক্ষার দু'টি ফযীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه সাধারণত প্রতিদিন ইশার নামাযের পর হাজারো মাদরাসাতুল মদীনা শুরু হয়ে যায়, যাতে ফি সাবিলিল্লাহ কোরআনে করীম শিক্ষা দেয়া হয়। কোরআনে করীম শিক্ষাদানের ফযীলত সম্পর্কে কিইবা বলবো! আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ১৬তম অংশের (৩১২ পৃষ্ঠা সম্বলিত) ১২৭ পৃষ্ঠা থেকে **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দু'টি বাণী লক্ষ্য করুন: (১) "তোমাদের মধ্যে সে ব্যক্তিই সর্বোত্তম, যে কোরআন শিখে এবং শেখায়।" (বুখারী, ৩/৪১০, হাদীস ৫০২৭) (২) "যে ব্যক্তি কোরআন পাঠে অভিজ্ঞ, সে কিরামান-কাতেবীনদের সাথে থাকে আর যে ব্যক্তি থেমে থেমে কোরআন পাঠ করে এবং তা তার উপর অনমনীয় (অর্থাৎ তার মুখে সহজে আসেনা, কষ্ট করে উচ্চারণ করে) তার জন্য দু'টি প্রতিদান রয়েছে।" (সহীহ মুসলিম, ৪০০ পৃষ্ঠা, হাদীস ৭৯৮)

ইয়েহি হে আ'রযু তা'লিমে কোরআঁ আ'ম হো জায়ে
হার ইক পরচম সে উঁচা পরচমে ইসলাম হো জায়ে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَى اللّٰه! اَسْتَغْفِرُ اللّٰه
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাসূল-বিদ্বেষীর পরিণতি

হে আশিকানে রাসূল! যদি অধিকহারে গীবত করার কারণে **আল্লাহ পাক** অসন্তুষ্ট হয়ে যান এবং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم মুখ ফিরিয়ে নেন আর ঈমান নষ্ট হয়ে যায় এবং কোন দূর্ভাগা مَعَاذَ الله যদি কাফের হয়ে মারা যায়, তবে **আল্লাহর শপথ**! কষ্টের অন্ত থাকবে না। কুফরীর উপর মৃত্যু বরণকারী অনন্তকাল জাহান্নামে অবস্থান করবে, কাফিরের পরিণতি সম্পর্কে আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর একটি বাণী পড়ুন এবং তাওবা তাওবা করতে থাকুন আর নিজের ঈমানের হিফাযতের জন্য সচেষ্ট হয়ে যান। যেমনটি আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"মলফুযাতে আ'লা হযরত"** (৫০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত) এর **১৪৭** পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: একবার আস (যে অনেক বড় রাসূল-বিদ্বেষী কাফের ছিলো, সে) সফরে গেলো। ক্লান্ত হয়ে একটি গাছের সাথে হেলান দিয়ে বসে পরলো। **আল্লাহ পাকে**র আদেশক্রমে জিব্রাঈল আমীন عَلَيْهِ السَّلَام তাশরীফ আনলেন এবং তার মাথা ধরে গাছের সাথে আঘাত করতে লাগলেন। সে চিৎকার করতো আর বলতো যে, আরে কে আমার মাথাকে গাছের সাথে আঘাত করছো? তার সঙ্গীরা বলতো যে, আমরা তো কাউকে দেখছিনা। একপর্যায়ে সে জাহান্নামে পৌঁছে গেলো (অর্থাৎ মরে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হলো)। কিয়ামতের দিন আবু জাহেল জাহান্নামীর এক অভিনব অবস্থা হবে: সে নিজেকে مَعَاذَ الله "আযীয ও করীম" বলতো (অর্থাৎ সম্মানিত ও দয়ালু)। দোযখের দারোগার

(অর্থাৎ দোযখের দায়িত্বরত ফিরিশতা) প্রতি আদেশ হবে, এর মাথায় হাতুড়ীর আঘাত করো! যা লাগতেই মাথায় এক বিরাট গর্ত সৃষ্টি হবে, যার প্রসস্থতা এতটুকু হবে না যা তোমরা মনে করছো বরং যার একেকটি প্রান্ত উহুদ পর্বতের সমান হবে, তার মাথা ফেটে যাওয়ার ফলে যে গর্ত হবে তা কত বিশাল হবে! মোটকথা সে গর্তে জাহান্নামের ফুটন্ত পানি দ্বারা পূর্ণ করা হবে এবং তাকে বলা হবে:

ذُقْ اِنَّكَ اَنْتَ الْعَزِیْزُ الْكَرِیْمُ ﴿۴۹﴾

(পারা ২৫, আদ দুখান, আয়াত ৪৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আস্বাদ গ্রহণ কর, তুমিতো ছিলে, সম্মানিত অভিজাত।

এবং কাফেরকে এই ফুটন্ত পানি পান করানো হবে, তা যখন মূখের নিকট আসবে মূখ তাতে গলে পড়ে যাবে এবং যখন তা পেটে পৌঁছবে নাড়ি-ভূঁড়িকে টুকরো টুকরো করে দিবে আর এই পানি এভাবে পান করবে যেমন তৃষ্ণা নিবারন না হওয়া পিপাসায় উট পান করে। ক্ষুধার তাড়নায় অস্থির হয়ে যাবে, তখন কাঁটাযুক্ত যাক্কুম বৃক্ষ[১] ফুটন্ত, বিগলিত তামার ন্যায় উত্তপ্ত অবস্থায় খাওয়ানো হবে, যা পেটে গিয়ে ফুটন্ত পানির মত ফুটতে থাকবে এবং তা ক্ষুধায় কোন উপশম করবেনা। বিভিন্ন ধরনের আযাব হতে থাকবে। চতুর্দিক থেকে মৃত্যু তাকে বেষ্টন করে রাখবে এবং কখনো মৃত্যু আসবেনা, আযাবও কমানো হবে না।

১. এক ধরনের কাঁটাযুক্ত বিষাক্ত গাছ, যার পাতা সবুজ এবং ফুল রঙ বেরঙের হয়।

www.dawateislami.net

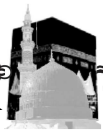

প্রিয় নবী ﷺ ইরশাদ করেন: "যে ব্যক্তির নিকট আমার আলোচনা হল, আর সে আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করল না, তবে সে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে কৃপণ ব্যক্তি।" (তারগীব তারহীব)

খোদায়া বু'ড়ে খাতিমে সে বাচানা পড়োঁ কলমা জব নিকলে দম ইয়া ইলাহি
গুনাহোঁ সে ভর পুর নামা হে মেরা মুঝে বখশ দেয় কর করম ইয়া ইলাহি
(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ১১০ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد
تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله
صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গরমে রোযা রাখা সহজ কিন্তু চুপ থাকা কঠিন

যেসব লোকের জিহ্বা কাঁচির মতো চলতে থাকে তারা মিথ্যা, গীবত, অপবাদ এবং চুগলখোরী ইত্যাদির আপদে প্রায় পতিত হয়ে থাকে। আসলেই মূখের **কুফ্লে মদীনা** লাগানো অর্থাৎ তা সংযত রাখা নিতান্ত অপরিহার্য, যদিও তা কষ্টসাধ্য হোকনা কেন, কিন্তু চেষ্টা করলে **আল্লাহ পাক** সহজ করে দিবেন। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه **"মিনহাজুল আবেদীনে"** উল্লেখ করেন: হযরত সায়্যিদুনা ইউনুস বিন ওবাইদুল্লাহ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: আমার নফস (আত্মা) বসরার মত গ্রীষ্মপ্রধান শহরে আর তাও প্রচন্ড গরমের দিনে রোযা রাখতে সক্ষম কিন্তু অনর্থক কথাবার্তা থেকে মুখকে সংযত রাখা সক্ষম ছিলো না। (মিনহাজুল আবেদীন, ৬৪ পৃষ্ঠা) যদি এ **তিনটি মূলনীতি**র প্রতি সজাগ থাকা যায় তবে اِنْ شَآءَ الله অনেক উপকার হবে: (১) মন্দ কথা বলা সর্বাবস্থায় মন্দ। (২) অনর্থক কথাবার্তার চেয়ে চুপ থাকা উত্তম। (৩) কল্যাণের কথা বলা নীরব থাকার চেয়ে উত্তম।

মেরি যবান পে 'কুফ্‌লে মদীনা' লাগ জায়ে
ফুযুল গোয়ি সে বাচতা রহোঁ সাদা ইয়া রব
করেঁ না তঙ্গ খেয়ালাতে বদ কভি, কর দেয়
শু'য়ুর ও ফিকর কো পাকিযগি আ'তা ইয়া রব
বাওয়াক্তে নাযয়া সালামত রাহে মেরা ঈমাঁ
মুঝে নসিব হো তাওবা হে ইলতিজা ইয়া রব

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৭৮, ৮৩, ৮৭ পৃষ্ঠা)

লিভার ক্যান্সার নিরাময় হয়ে গেলো

মূখের কুফ্‌লে মদীনা লাগানোর মন মানসিকতা সৃষ্টি করতে, গীবত করা ও শুনার অভ্যাস পরিহার করতে, নামায ও সুন্নাতের উপর আমল করার প্রেরণা বৃদ্ধি করতে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, সুন্নাতের প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং সফলভাবে জীবন যাপন করা এবং আখিরাতকে সজ্জিত করতে মাদানী ইনআমাতের উপর আমল করে প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখেই নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ুন আর যেখানেই **"ফয়যানে সুন্নাতের দরস"** হতে দেখবেন তাতে উৎফুল্ল চিত্তে সাওয়াবের নিয়্যতে অবশ্যই অংশগ্রহণ করুন তাছাড়া সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করা কোন অবস্থাতেই বর্জন করবেন না, আপনাদের অনুপ্রেরণা সৃষ্টির লক্ষ্যে একটি ঈমানোদ্দীপক মাদানী বাহার আপনাদের সম্মূখে উপস্থাপন

www.dawateislami.net

করছি, গুলিস্তানে মুস্তাফার (বাবুল মদীনা করাচী) এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনার সারসংক্ষেপ হলো: আমি এমন এক ইসলামী ভাইকে মদীনাতুল আউলিয়া মুলতান শরীফে অনুষ্ঠিতব্য **দা'ওয়াতে ইসলামী**র আন্তর্জাতিক সুন্নাতে ভরা তিন দিনের ইজতিমায় অংশগ্রহণের দাওয়াত দিই, যার মেয়ে লিভার ক্যান্সারে ভোগছিলো। সে রোগমুক্তির দোয়া প্রার্থণার প্রেরণা নিয়ে সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় অংশগ্রহণ করলো। সে ইজতিমায় প্রাণখুলে দোয়া করলো। اَلْحَمْدُ لِلّٰه **ইজতিমা থেকে ফিরে আসার পর যখন তার মেয়ের চেকআপ করানো হলো তখন রিপোর্ট দেখে ডাক্তাররা হতবাক হয়ে গেলো, কেননা তার লিভারের ক্যান্সার দুর হয়ে গিয়েছিলো!** ডাক্তারদের পুরো টীম বিস্ময়াভিভূত হয়ে গিয়েছিলো যে, ক্যান্সার গেলো কিভাবে! অথচ ইজতিমায় যাওয়ার পূর্বে রোগীর অবস্থা এমন খারাপ ছিলো যে, তার লিভার থেকে প্রতিদিন ন্যুনতম এক সিরিঞ্জ পূঁজ বের করতে হত! اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইজতিমায় (মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতান) যোগদানের বরকতে তার মেয়ের লিভার ক্যান্সারের নামগন্ধও আর বাকী রইলোনা। اَلْحَمْدُ لِلّٰه বর্ণনাকালীন সময়ে সে মেয়ে তখন শুধু সুস্থতাই লাভ করেনি বরং তার বিবাহও হয়ে গিয়েছিলো।

আগর দরদে সর হো, কাহিঁ ক্যান্সার হো দেলায়ে গা তুম কো শিফা মাদানী মাহোল
শিফায়েঁ মিলে গি, বালায়েঁ টলেঁ গি ইয়াকিনান হে বারাকাত ভরা মাদানী মাহোল

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, ৬৪৮ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

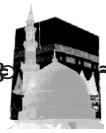

কোন রোগই দুরারোগ্য নয়

হে আশিকানে রাসূল! আপনারা দেখলেন তো! সুন্নাতে ভরা ইজতিমার বরকতে ডাক্তারদের ভাষ্যমতে দুরারোগ্য ক্যান্সারও নিরাময় হয়ে গেলো, বাস্তবতা হলো যে, কোন রোগই এমন নয়, যার ঔষধ নাই। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **'ঘরোয়া চিকিৎসা'** (১০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত) এর ৭ম পৃষ্ঠাতে উল্লেখ আছে: **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "প্রত্যেক রোগের ঔষধ রয়েছে, যখন রোগ অনুযায়ী ঔষধ দেয়া হয়, তখন **আল্লাহ পাকে**র হুকুমে রোগী সুস্থ হয়ে যায়।"

(সহীহ মুসলিম, ১২১০ পৃষ্ঠা, হাদীস ২২০৪)

ক্যান্সারের দু'টি চিকিৎসা

(১) তিনগ্রাম করে কালজিরার গুঁড়া পানিতে মিশিয়ে দৈনিক তিনবার সেবন করুন, (২) প্রতিদিন এক চিমটি খাটি হলুদের গুঁড়া সেবন করাতে اِنْ شَآءَ الله কখনো ক্যান্সার হবে না।

গীবতের বিভিন্ন পন্থা

হে আশিকানে রাসূল! গীবত শুধুমাত্র মুখ দ্বারাই নয় অন্যভাবেও করা যেতে পারে। যেমন; (১) আকারে ইঙ্গিতে (২) লিখে (৩) মুচকি হেসে (যেমন; আপনার সামনে কারো প্রশংসা করা হলো আর আপনি বিদ্রুপের ভঙ্গিতে মুচকি হাসলেন, যাদ্বারা প্রকাশ পায় যে, "তুমি যতই প্রশংসা করো, সে কেমন আমি ভালভাবে জানি!)

(৪) মনে মনে গীবত করা অর্থাৎ কুধারণাকে মনের মধ্যে বদ্ধমূল করে নেয়া। যেমন; না দেখে, কোন প্রমাণ ব্যতিত বা কোন সুস্পষ্ট কারণ ছাড়া মনের মধ্যে বদ্ধমুল ধারণা করে নেয়া যে, "অমুকের মধ্যে বিশ্বস্ততা নেই" অথবা "অমুকই আমার জিনিস চুরি করেছে" বা "অমুকই এমনিতেই গুজব ছড়িয়ে দিয়েছে" ইত্যাদি। (৫) মোট কথা হাত, পা, মাথা, নাক, ঠোঁট, জিহ্বা, চোখ, ভ্রু, কপাল কুঁচকে বা লিখে, মোবাইল ফোনে SMS করে, ইন্টারনেটে চ্যাটিং করে, ই-মেইলের মাধ্যমে কিংবা অন্য যেকোন উপায়ে কারো মাঝে বিদ্যমান দোষক্রটি বা দূর্বলতাকে অন্যের নিকট প্রকাশ করা হলে তা **গীবতের** অন্তর্ভূক্ত হবে।

মুমিনের প্রতি তিনটি দয়া করো!

হযরত সায়্যিদুনা ইয়াহিয়া বিন মুয়াজ রাযী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তোমাদের দ্বারা যদি মুমিনের তিনটি উপকার সাধিত হয়, তবে তোমরা উপকারীদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (১) যদি তাদের উপকার করতে না পারো, তবে অপকারও করো না। (২) যদি তাদের সন্তুষ্ট করতে না পারো, তবে অসন্তুষ্টও করো না। (৩) যদি তাদের প্রশংসা করতে না পারো, তবে তাদের দুর্নামও করো না। **(তাম্বিহুল গাফেলিন, ৮৮ পৃষ্ঠা)**

মুসলমানের হিতাকাঙ্খীদের জন্য ফিরিশতাদের দোয়া

প্রসিদ্ধ তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সায়্যিদুনা মুজাহিদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ (যিনি ১০৩ হিজরীতে মক্কায়ে মুকাররমায় زَادَهَا اللهُ شَرَفًا وَّتَعْظِيْمًا সিজদাবস্থায়

www.dawateislami.net

ওফাত লাভ করেন) বলেন: যখন কোন ব্যক্তি আপন ইসলামী ভাইয়ের কল্যাণময় আলোচনা করে, তখন তার সাথে নিযুক্ত ফিরিশতা তার জন্য দোয়া করতে থাকে: "তোমার জন্যও তার অনুরূপ হোক" আর যখন কেউ তার ভাইয়ের দোষত্রুটি (অর্থাৎ গীবত ইত্যাদি) আলোচনা করে, তখন ফিরিশতা বলে: তুমি তার গোপন বিষয় প্রকাশ করে দিয়েছো! নিজের প্রতিও একটু লক্ষ্য করে দেখো এবং **আল্লাহ পাকের** কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করো যে, **তিনি** তোমার (দোষত্রুটি) গোপন রেখেছেন। **(তাম্বিহুল গাফেলীন, ৮৮ পৃষ্ঠা)**

মুজরিম হো দিল সে খওফে কিয়ামত নিকাল দো
পরদা গুনাহ্গার পে দামান কা ডাল দো

মিষ্ট কথার সুন্দর কাহিনী

হে আশিকানে রাসূল! আপনার দেখলেন তো! মুসলানদের ব্যাপারে কল্যাণময় মধুর আলোচনাকারীকে ফিরিশতারা কল্যাণের দোয়া দ্বারা ধন্য করেন, পক্ষান্তরে গীবতকারীদের সতর্ক করে থাকেন, সুতরাং আমাদের সর্বদা মধুর আলোচনা করার চেষ্টা করা উচিত আর মিষ্ট কথা তো মিষ্টই, এর মিষ্টতা এমন সুফল নিয়ে আসে যে, আশ্চর্য হয়ে যেতে হয়! এ প্রসঙ্গে একটি কাহিনী শুনুন এবং আনন্দে উদ্বেলিত হোন, খোরাসানের এক বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ স্বপ্নযোগে নির্দেশ প্রাপ্ত হলেন তাতার সম্প্রদায়কে ইসলামের দাওয়াত দেয়ার জন্য। ঐ সময় তাতার সাম্রাজ্যের ক্ষমতার মসনদে আসীন ছিলেন হালাকু খানের ছেলে তগোদার খান। সে বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সফর করে তাগোদার

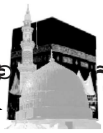

খানের কাছে পৌঁছেন। সুন্নাতের পরিপূর্ণ অনুসারী শ্মশ্রুমন্ডিত দাঁড়ি বিশিষ্ট মুসলমান মুবাল্লিগকে দেখে তগোদার খান তাঁকে رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তামাশাচ্ছলে বললো: 'মিঞা! এটা বলোতো দেখি তোমার দাড়ি উত্তম, না আমার কুকুরের লেজ উত্তম? কথাটি যদিও রাগান্বিত করার জন্য ছিল, কিন্তু সে বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ছিলেন একজন অভিজ্ঞ মুবাল্লিগ। সুতরাং তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অত্যন্ত বিনয়ের সাথে বললেন: "আমিও আমার সৃষ্টিকর্তা ও মালিক **আল্লাহ**র কুকুর। যদি আত্মত্যাগ ও বিশ্বস্থতার মাধ্যমে আমি তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সফল হই তাহলে আমি উত্তম। অন্যথায় আপনার কুকুরের লেজই আমার চেয়ে উত্তম। যদিও সে আপনার প্রতি অনুগত বিশ্বস্ত। এজন্যই যে সে একজন আমলদার মুবাল্লিগ ছিলেন, গীবত, চুগলখোরী, অপরের সমালোচনা, নিন্দা গালিগালাজ ও অশ্লীল কথাবার্তা ইত্যাদি থেকে দূরে ছিলেন এবং আপন জিহ্বাকে সর্বদা **আল্লাহ**র যিকিরে লিপ্ত রাখতেন। সুতরাং তাঁর মুখ থেকে নির্গত মিষ্ট কথা শিক্ষার প্রভাব লক্ষ্যভেদী তীর হয়ে তগোদারের অন্তরে বিদ্ধ হয়। যখন তগোদার তার কঠাক্ষমূলক কথার উত্তরে সে আমলদার মুবাল্লিগের পক্ষ থেকে সুগন্ধময় মাদানী ফুল উপহার পেলেন, তখন তার অন্তর একেবারে বিগলিত হয়ে গেল। তাগোদার খান অত্যন্ত নম্র ভাষায় সেই বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে বললেন: আপনি আমার মেহমান, আমার এখানেই আপনি অবস্থান করবেন। এভাবেই তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তার কাছেই অবস্থান করতে লাগলেন। তগোদার খান প্রতিদিন রাতে তাঁর খেদমতে উপস্থিত হতেন।

www.dawateislami.net

তিনি رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ তগোদারকে অত্যন্ত স্নেহ মমতার সাথে নেকীর দাওয়াত দিতে থাকেন। তাঁর নিরলস প্রচেষ্টার ফলে তগোদার খানের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত হলো, তার অন্তর সত্যের আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো, যে তাগোদার খান গতকালও ইসলামের অস্তিত্বকে দুনিয়া থেকে বিলীন করে দেয়ার জন্য তৎপর ছিলো, সে আজ ইসলামের নিবেদিত প্রাণ ব্যক্তিতে পরিণত হয়ে গেলো, সে আমলদার মুবাল্লিগের হাতে তাগোদার খান তার সমস্ত তাতার সম্প্রদায়সহ মুসলমান হয়ে গেলো, ইসলাম গ্রহণের পর তার নাম রাখা হয় আহমদ। ইতিহাস সাক্ষী একজন মুবাল্লিগের মিষ্ট কথার বরকতে মধ্য এশিয়ার রক্ত পিপাসু তাতারী রাজত্ব ইসলামী সাম্রাজ্যে রূপান্তরিত হয়ে গেলো। **আল্লাহ পাক** তাঁর প্রতি রহমত অবতীর্ণ করুন এবং তাঁর উসিলায় আমাদের ক্ষমা করে দিন।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

মিষ্ট কথা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো? ঐ মুবাল্লিগ হলে এমনি হওয়া চাই। যদি তগোদারের কঠিন কথায় সে বুযুর্গ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ক্ষুদ্ধ হয়ে পড়তেন। তাহলে কখনোই এ মাদানী ফলের আশা করা যেতো না। এভাবে যে যতই আমাদেরকে কঠাক্ষ করুক না কেন, আপন মুখকে সংযত রাখা চাই। জিহ্বা যখন অসংযত হয়ে যায়,

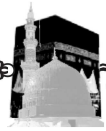

তখন অনেক সময় ভাল কাজও নষ্ট হয়ে যায়। মিষ্টি মুখের মিষ্ট কথাই তো তাগোদার খানের মতো একজন নরপিশাচ ও রক্ত পিপাসুকে মনুষ্যত্বের সর্বোচ্চ আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে সফল হয়েছে।

হে ফালাহ ও কামরানি নরমি ও আসানি মে
হার বনা কাম বিগাড় যাতা হে নাদানি মে

যিকির ও দোয়ার ভঙ্গিতে গীবত

হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **ইহ্ইয়াউল উলুম** ৩য় খন্ডে সর্বনিকৃষ্টতম গীবতের আলোচনা করতে গিয়ে যা বলেছেন, তারই আলোকে বলার চেষ্টা করছি: কিছু লোক অতি চালাক হওয়ার কারণে শয়তানের ফাঁদে পড়ে سُبْحٰنَ الله، اَلْحَمْدُ لِلّٰه ইত্যাদি বলে তাছাড়া আশীর্বাদ মূলক বাক্য ব্যবহার করে শুধু গীবত নয় বরং পাশাপাশি রিয়ায়ও লিপ্ত হয়ে পড়ে! যেমন; বিশিষ্ট ব্যক্তি কিংবা নেতৃস্থানীয় কোন ব্যক্তিবর্গের সংস্রবে থাকা কোন ব্যক্তির আলোচনাকালে সুস্পষ্ট ভাষায় দুর্নাম করার পরিবর্তে এভাবে বলে: اَلْحَمْدُ لِلّٰه মন্ত্রীবর্গ, অফিসার এবং বিত্তবানদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, ওসব দুনিয়াদারদের সামনে কেইবা সম্মান জলাঞ্জলি দেবে! (এভাবে ঐসকল বিশেষ ব্যক্তিদের যারা বড়লোকদের সাথে মেলামেশা রাখে পরোক্ষভাবে তাদের গীবত হয়ে গেলো) অথবা কারো আলাপ চলাকালে তার সম্পর্কে এভাবে বলে: আমি নির্লজ্জতা থেকে **আল্লাহ পাকের** নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করি, **আল্লাহ** দয়া করুন। এভাবে যিকির ও দোয়ার ভঙ্গিতে কোন নির্দিষ্ট ব্যক্তির আলোচনার

সময় শরীয়তের বিনাঅনুমতিতে তাকে "নির্লজ্জ" হিসেবে প্রকাশ করে তার গীবত করা হলো এবং পরোক্ষভাবে নিজেকে পূণ্যবান (অর্থাৎ লজ্জাশীল হওয়ার) ঘোষণা করে রিয়ার ধ্বংসলীলার শিকার হয়ে গেলো। এভাবেই দোয়ার মধ্যেই বিশেষ ব্যক্তিদের বিভিন্ন দোষত্রুটি ইনডাইরেক্ট অর্থাৎ পরোক্ষভাবে উল্লেখ করে থাকে এবং সাওয়াবের পরিবর্তে আযাবের অধিকারী হয়ে যায়। অনুরূপভাবে অনেকসময় কারো প্রশংসা করেও গীবতের গভীর খাদে পতিত হয়ে যায়। যেমন; বলে থাকে: "سُبْحٰنَ الله অমুক পাক্কা নামাযী ও পরহেযগার ব্যক্তি, চরিত্রও অনন্য কিন্তু বেচারার এমন বিষয়ে লিপ্ত যাতে আমরা সবাই লিপ্ত, অর্থাৎ তার মাঝে ধৈর্যের অভাব রয়েছে!" দেখলেন তো আপনারা! শয়তান কিরূপ সু-কৌশলে প্রশংসা করিয়ে এবং বক্তার বিনয় ও নম্রতার কথা নিজের মুখ দ্বারা প্রকাশ করিয়ে অপরকে "অধৈর্য" বলিয়ে গীবতের আপদে ফাঁসিয়ে দিলো! এ উদাহরণকে সহজ ভাষায় এভাবে বুঝে নিন যে, অনেকের অভ্যাস রয়েছে যে, ভাই আসলে সে একজন ভদ্র লোক কিন্তু সে আমার মতো ছোট মনের, সে তো এমনিতে ধর্মের প্রতি অনুরাগী কিন্তু আমার মতো নামাযে অলসতা করে, অমুক ব্যক্তি খুবই সৎ কিন্তু আমার মতো অলস যে, প্রস্রাব খানায় গেলে সেখানেই বসে থাকে ইত্যাদি। অনুরূপভাবে অনেক সময় কারো দোষ-ত্রুটি বা তার ভূল-ভ্রান্তিকে এভাবে তুলে ধরা হয়: "বেচারা রাগের বশে অমুককে থাপ্পড় দিয়ে যে ভূল করলো, তাতে আমার বড়ই আফসোস লাগলো! আমি দোয়া করি যে, **আল্লাহ পাক**

যেনো তার প্রতি দয়া করে।" এভাবে দোয়ার ভঙ্গিতে সেই মুসলমানের রাগের বশে অন্যায়ভাবে কাউকে থাপ্পড় মারার দোষ-ত্রুটি বর্ণনা করলো এবং গীবতের আপদে পরে গেলো। দোয়ার ভঙ্গিতে গীবত করার দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করার পর হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: দুঃখ প্রকাশ ও দোয়ার মাধ্যমে সে ব্যক্তি মিথ্যার আশ্রয় নিলো, দোয়া যদি করতেই হয় তবে নামাযের পর চুপিসারে করতে পারতো এবং যদি সে অনুতপ্ত হয়ে থাকে, তবে সে ব্যক্তির ভূল-ভ্রান্তির যে ডঙ্কা বাজালো, তজ্জন্যও অনুতপ্ত হওয়া উচিত ছিলো! অনুরূপভাবে যদি কারো গুনাহের কথা জানতে পারে, তবে কিছু মূর্খ লোক সকলের সামনে এভাবে বলে বেড়ায়: "বেচারা (অর্থাৎ অমুকের টাকা আত্মসাৎ করার) মহা বিপদে ফেঁসে গেছে, **আল্লাহ পাক** তার এবং আমাদের তাওবা কবুল করুন।" **এরূপ দোয়াও প্রকৃতপক্ষে দোয়া নয় বরং গীবতের একটি নিকৃষ্টতম মাধ্যম।** (ইহ্ইয়াউল উলুম থেকে সংকলিত, ৩/১৭৯)

কিয়ামতের হৃদয় বিদারক দৃশ্য

হে আশিকানে রাসূল! গীবতের যর্থাথতা উপলব্ধি করতে এবং আপন জিহ্বাকে সংযত রাখার মানসিকতা তৈরী করুন, নিজেকে **আল্লাহ**র কহরের প্রতি ভীত করুন এবং কিয়ামতের হৃদয়বিদারক দৃশ্যের কথা একটু চিন্তা করুন। আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার কিতাব **"বাহারে শরীয়ত"** ১ম খন্ডের (১২৫০ পৃষ্ঠা সম্বলিত) ১৩৩ থেকে ১৩৫ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত

বিষয়বস্তুর সারমর্ম হলো: এখন সূর্য চার হাজার বছর রাস্তার দূরত্বে রয়েছে এবং এই দিকে সূর্যের পিট রয়েছে, কিয়ামতের দিন সূর্য মাত্র সোয়া একমাইল দূরত্বে থাকবে এবং এর মুখ এদিকেই থাকবে, মগজ টগবগ করে ফুটতে থাকবে আর এতো প্রচুর পরিমাণে ঘাম নির্গত হবে যে, সত্তর গজ মাটির নিচ পর্যন্ত তা চুষে ফেলবে, অতঃপর যখন মাটি আর চুষতে পারবে না তখন তা উপরে জমতে থাকবে, কারো গোড়ালী পর্যন্ত হবে, কারো হাঁটু পর্যন্ত, কারো কোমর পর্যন্ত, কারো বুক পর্যন্ত, কারো গলা পর্যন্ত আর কাফিরদের তো মুখ পর্যন্ত পৌঁছে তা লাগামের মতো পেঁচিয়ে যাবে, যাতে তারা হাবুডুবু খেতে থাকবে। এই গরমের তীব্রতায় পিপাসার যে অবস্থা হবে তা বর্ণনাতীত, জিহ্বা কাঁটা হয়ে যাবে, কারো জিহ্বা মুখের বাইরে চলে আসবে, কারো প্রাণ ওষ্ঠাগত হয়ে পড়বে, প্রত্যেককেই নিজ নিজ গুনাহ অনুযায়ী কষ্টে লিপ্ত হয়ে যাবে, যে স্বর্ণ-রৌপ্যের যাকাত আদায় করেনি সেই সম্পদকে প্রচন্ড গরম করে তা দ্বারা তার পার্শ্ব, কপাল ও পিঠে দাগ দেয়া হবে, যে জীবজন্তুর যাকাত আদায় করেনি সেই জীবজন্তু কিয়ামতের দিন হৃষ্টপুষ্ট হয়ে আসবে এবং সেই ব্যক্তিকে সেখানে শোয়ানো হবে আর সেই প্রাণীরা তাকে শিং দ্বারা আঘাত করতে থাকবে এবং পা দিয়ে পদদলিত করতে করেতে তার উপর দিয়ে অতিক্রম করতে থাকবে, অতঃপর যখন এভাবে সব অতিক্রম করে নিবে তখন অপরদিক থেকে পুণরায় ফিরে এসে তার উপর দিয়ে অতিক্রম করবে, এভাবেই করতে থাকবে, একপর্যায়ে মানুষের হিসাব নিকাশ শেষ হয়ে যাবে।

www.dawateislami.net

(এভাবে ভাবতে থাকুন) অতঃপর এরূপ সংকটাপন্ন মূহুর্তে কেউ কারো খোঁজ নেয়ার থাকবে না, ভাই ভাই থেকে পলায়ন করবে, পিতামাতা সন্তান-সন্ততি থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করবে, স্ত্রী পুত্র সবাই নিজ নিজ জীবন বাঁচাতে তৎপর থাকবে, প্রত্যেকেই নিজ নিজ বিপদে বন্দী থাকবে, কে কাকে সাহায্য করবে...! হযরত আদম عَلَيْهِ السَّلَام এর প্রতি আদেশ হবে, হে আদম! দোযখীদের পৃথক করুন। আরয করবেন: কত জন থেকে কত জন? ইরশাদ হবে: প্রতি হাজারে নয়শত নিরানব্বই জন। এটা ঐ সময় হবে যে, শিশু কষ্টের অতিশয্যে বৃদ্ধ হয়ে যাবে, গর্ভবতীর গর্ভপাত হবে, মানুষকে মনে হবে যে, মাতাল হয়ে গেছে, অথচ মাতাল হবেনা, কিন্তু **আল্লাহ**র শাস্তি খুব ভয়ঙ্কর, মোট কথা কোন্ কোন্ বিপদের কথা উল্লেখ করবো, একটি, দুটি, একশত, এক হাজার হলেও তো বর্ণনা করা যায়, হাজারো বিপদ তাও এমন ভয়ঙ্কর যে **আল্লাহ** রক্ষা করুন...! আর এসব বিপদাপদ দু'চার ঘন্টা কিংবা দু'চার দিন বা দু'চার মাসের নয় বরং কিয়ামতের দিন হবে পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (বাহারে শরীয়ত, ১/১৩৩-১৩৫)

মানুষ পাওনা দাবী করতে থাকবে

হে আশিকানে রাসূল! এমনই হৃদয়বিদারক অবস্থায় চতুর্দিকে ইয়া নফসি, ইয়া নফসির ধ্বনি উঠবে, চারদিকে থেকে হতাশার আওয়াজ কানে আসবে, দোযখ সামনে দাউদাউ করে জ্বলতে থাকবে, প্রত্যেক পাওনাদার নিজ নিজ পাওনা দাবী করবে এবং **আল্লাহ পাকে**র দরবারে নালিশ (অর্থাৎ ফরিয়াদ) জানাবে, কেউ বলবে: এ ব্যক্তি আমার

গীবত করেছিলো, সে আমার সাথে বিদ্রুপ করেছিলো। কেউ বলবে: সে আমার উপর নির্যাতন করেছিলো। কেউ বলবে: সে আমাকে বোকা বলেছিলো। কেউ বলবে: সে আমাকে বেওয়াকুফ বলেছিলো। কেউ বলবে: সে আমাকে খুন করেছিলো। কেউ বলবে: সে আমার অর্থ আত্মসাৎ করেছিলো। কেউ বলবে: সে আমার কিতাব চুরি করেছিলো। কেউ বলবে: সে আমাকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়েছিলো এবং ভীত করেছিলো। কেউ দাবী করবে: সে আমাকে বিনা কারণে ধমক দিয়েছিলো। কেউ বলবে: সে আমার দোষত্রুটি প্রকাশ করেছিলো। কেউ বলবে: সে আমাকে ধাক্কা মেরেছিলো। মোটকথা প্রত্যেক পাওনাদার এবং যারা অন্যের হক ক্ষুন্ন করেছিলো, তাদেরকে ফিরিশতারা সেদিন **আল্লাহ পাকে**র সামনে হাজির করবে, এসব লোক লজ্জায় মাথা নত করে থাকবে এবং **আল্লাহ পাক** প্রত্যেকের সাথে ন্যায়বিচার করবেন। প্রত্যেক পাওনাদারকে খুশি করবেন, তাদের নেক আমল সমূহ এদেরকে দিবেন এবং এদের পাপ সমূহ তাদের ঘাঁড়ে চাপিয়ে দিবেন। অতঃপর যদি **আল্লাহ**র দয়া ও অনুগ্রহ হয় তবে তারা পরিত্রাণ পাবে, অন্যথায় নির্দিষ্টকাল পর্যন্ত জাহান্নামে জ্বলতে থাকবে।

শান অউর শওকত কে হোনে কা আ'যিয হে আ'বাচ আরমান আ'খির মউত হে
এ্যয়শ ও গম মে ছাবের ও শাকের রহে হে ওহি ইনসাঁ আ'খির মউত হে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

تُوْبُوْا اِلَى الله! اَسْتَغْفِرُ الله

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সংশোধনের সর্বোত্তম পন্থা

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর নিকট যখন কারো কোন খবর পৌঁছতো, যা তিনি অপছন্দ করতেন, তখন তা গোপন রেখে তাকে সংশোধনের সর্বোত্তম পন্থা অবলম্বন করে ইরশাদ করতেন: مَا بَالُ اَقْوَامٍ يَقُوْلُوْنَ كَذَا وَكَذَا অর্থাৎ মানুষের কি হয়েছে, যারা এরূপ কথা বলছে।" (সুনানে আবু দাউদ, ৪/৩২৯, হাদীস ৪৭৮৮)

আহ! যদি আমরাও সংশোধনের সর্বোত্তম পন্থ জানতাম, আমাদের তো অধিকাংশের অবস্থা এমন যে, যদি কাউকে বুঝাতেও হয়, তবে শরয়ী বিনাপ্রয়োজনে সবার সামনে নাম ধরে বা তার দিকে তাকিয়ে এমনভাবে বুঝাই যে, বেচারার থলের বিড়ালও বের হয়ে যায়, নিজের বিবেকের কাছে প্রশ্ন করুন, এটা কি বুঝানো হলো নাকি তাকে হেয় (DEGRADE) করা হলো? এভাবে কি সংশোধন হবে নাকি অবাধ্যতার আরো বৃদ্ধি পাবে? স্মরণ রাখবেন! যদি আমাদের ভয়ে সম্বোধিত ব্যক্তি চুপ থাকে অথবা মেনে নেয় তবুও তার মনে অশান্তি থেকেই যাবে, যা হিংসা, বিদ্বেষ, গীবত ও অপবাদ ইত্যাদির দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে। হযরত সায়্যিদাতুনা উম্মে দারদা رَضِیَ اللهُ عَنْهَا বলেন: "যে ব্যক্তি তার ভাইকে প্রকাশ্যে উপদেশ দিলো, তবে সে তাকে অপমানিত করলো আর যে ব্যক্তি গোপনে করেলো, তবে সে তাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করলো। (শুয়াবুল ঈমান, ৬/১১২, হাদীস ৭৬৪১) অবশ্য যদি গোপন উপদেশ ফলপ্রসূ না হয়, তবে (অবস্থা ও মর্যাদা অনুযায়ী) প্রকাশ্যে উপদেশ দেয়া যেতে পারে। (তাম্বিহুল গাফেলীন, ৪৯ পৃষ্ঠা)

হাজী মোশতাক সোনালী জালির সামনে

গীবত করা ও শুনার অভ্যাস পরিহার করাতে, নামায ও সুন্নাতের অভ্যাস গড়তে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সর্বদা সম্পৃক্ত থাকুন, সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য মাদানী কাফেলায় আশিকানে রাসূলের সাথে সুন্নাতে ভরা সফর করুন এবং সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অংশগ্রহণ করুন। কে জানে কার ওসিলায় কখন কার উপর দয়া হয়ে যায়! আপনাদের উৎসাহ প্রদানের লক্ষ্যে একটি ঈমানোদ্দীপক মাদানী বাহার উপস্থাপন করছি: বাবুল ইসলাম সিন্ধু প্রদেশের এক মসজিদের মুয়াজ্জিন সাহেব ২০০৪ সালে **সাহারায়ে মদীনা**য় (বাবুল মদীনা, করাচী) অনুষ্ঠিত আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র তিন দিনের সুন্নাতে ভরা ইজতিমার শেষ পর্বে যখন যিকির আরম্ভ হলো তখন চোখ বন্ধ করে **আল্লাহ**র যিকিরে মগ্ন হয়ে পড়ে, اَلْحَمْدُ لِلّٰه তার উপর রহমতের দরজা খুলে গেলো এবং তিনি নিজেকে মক্কাতুল মুকাররামায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا দেখলেন। লোকেরা দলে দলে খানায়ে কাবার তাওয়াফে ব্যস্ত। **আল্লাহ**র যিকিরের পর একাগ্রচিত্তে যখন তাসাউরে মদীনা শুরু হলো তখন اَلْحَمْدُ لِلّٰه তিনি নিজেকে মদীনা মুনাওয়ারায় زَادَهَا اللّٰهُ شَرَفًا وَّ تَعْظِيْمًا দেখতে পেলো, সবুজ গম্বুজ চোখের সামনে ছিলো, এমন সময় সোনালী জালি থেকে নূরের দ্যুতি বিচ্ছুরিত হতে লাগলো। সেখানে তিনি দেখলেন যে, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মজলিশে শূরার মরহুম নিগরান, সুললিত কণ্ঠের অধিকারী বিশিষ্ট শায়ের, বুলবুলে

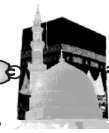

রওযায়ে রাসূল হাজী মোশতাক আত্তারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ সোনালী জালীর সামনে কড়জোড়ে দাঁড়িয়ে আছেন, তিনিও হাত বেধে সামান্য পিছনে দাঁড়িয়ে পড়লো, তার মাঝে ভাবাবেশ ছিলো, ব্যাকুলতাকে আয়ত্বে রাখতে পারলোনা এবং পাগলপারা অবস্থায় সামনে অগ্রসর হয়ে সোনালী জালির আরো কাছে চলে গেলো, দয়ার উপর দয়া হলো যে, মুবারক জালি খুলে গেলো, চতুর্দিক নূরে নূরে আলোকিত হয়ে গেলো, তার ভাষ্য হলো: **আল্লাহর শপথ! আমার চোখের সামনে প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **আবির্ভূত হলেন, তিনি আমি গুনাহগারকে মুসাফাহা (অর্থাৎ করমর্দন) করার সৌভাগ্য দান করলেন। আল্লাহর শপথ! হাত এত মোলায়েম ছিলো যার কোন তুলনা নেই।**

করম তুঝ পে শাহে মদীনা করেঙ্গে
খোদা কে করম সে দেখায়েগা ইক দিন

তু আপনা লে দিল সে যরা মাদানী মাহোল
তুঝে জলওয়ায়ে মুস্তাফা মাদানী মাহোল

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب!　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

সৌভাগ্যবানদের লেনদেন

হে আশিকানে রাসূল! সৌভাগ্যবানদেরই লেনদেন, ব্যস যার উপর দয়া হয়ে যায়! সুতরাং আমাদের সবারই উচিত যে, **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদারের ব্যাকুলতা অন্তরে বৃদ্ধি করা এবং দীদার লাভের আকাঙ্ক্ষায় অশ্রুর প্রবাহিত করা, সেই আশিকানে রাসূল কতইনা ভাগ্যবান যারা **রাসূলে পাক** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর

দীদার দ্বারা আপন চোখকে শীতল করে, আশিকদের মর্যাদাও কত উন্নত।

বাহারে খুলদ সদকে হো রাহি হে রুয়ে আ'শিক পর
খুলি জাতি হে কলিয়াঁ দিল কি তেরে মুসকুরানে সে

(যওকে নাত, ১৫০ পৃষ্ঠা)

মুস্তাফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভের ওযীফা

আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাকতাবাতুল মদীনার ৫৬১ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'মলফুযাতে আ'লা হযরত'** এর ১১৫-১১৬ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে:

প্রশ্ন: প্রিয় নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **এর দীদার লাভের উপায় কি?**

উত্তর: রাতে অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা এবং ঘুমানোর সময় ব্যতিত সর্বদা অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা, বিশেষ করে নিম্মোক্ত দরূদ শরীফটি ইশার নামাযের পর একশতবার বা যতবার সম্ভব পাঠ করুন।

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا اَمَرْتَنَا اَنْ نُّصَلِّيَ عَلَيْهِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا هُوَ اَهْلُهٗ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ كَمَا تُحِبُّ وَتَرْضٰى لَهٗ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى رُوْحِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَرْوَاحِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى جَسَدِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْاَجْسَادِ

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى قَبْرِ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ فِي الْقُبُوْرِ صَلَّى اللهُ عَلٰى سَيِّدِنَا وَمَوْلٰنَا مُحَمَّدٍ ط

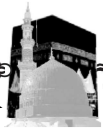

প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দীদার লাভের জন্য এর চেয়ে উত্তম কোন ওযীফা আর নেই, তবে একান্তভাবে **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মহান মর্যাদার প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্যই পাঠ করুন, এ নিয়্যতকেও অন্তরে স্থান দিবেন না যে, আমাকে যিয়ারত দান করা হোক, এমনিতেই **প্রিয় নবী** صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দয়া সীমাহীন।

فِراق و وَصل چه خَواهی رِضائے دوست طَلَب
کہ حَیف باشد اَز وغیرِ اُو تمنّائی

(অর্থাৎ নিকটবর্তী দূরবর্তীতে কি আসে যায়! বন্ধুর সন্তুষ্টি কামনা করো, কেননা তা ব্যতীত বন্ধুর নিকট অন্য কিছুর প্রত্যাশা করা নিতান্তই বোকামী)

জলওয়ে ইয়ার ইধার ভি কোয়ি পেরা তেরা
হাসরাতেঁ আট পেহের তকতি হে রাস্তা তেরা (যওকে নাত, ১৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

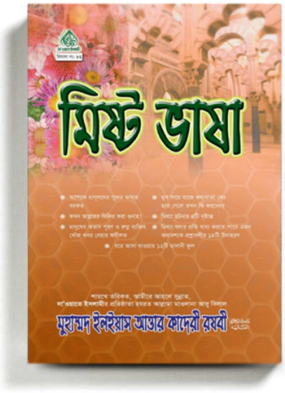

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

অপ্রয়োজনীয় কথাবার্তা আল্লাহ্ পাক ও রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর অপছন্দনীয় (বিষয়)।

আমার আকাঙ্ক্ষা হলো, শুধুমাত্র আখিরাতের মঙ্গল হয়, এমন কথা বলব।

যে চুপ রইল, সে মুক্তি পেল।

(তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ২২৫ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২৫০৯)

(দা'ওয়াতে ইসলামী)

দেখতে থাকুন

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস: গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net